gvbeZvi evZv

টিয়ারফান্ডের অর্থায়ণে কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা কর্মসূচির মাসিক পত্র

প্রথমবর্ষ, ২য় সংখ্যা আগস্ট- ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

কোস্ট ট্রাস্ট-টিয়ারফান্ড প্রজেক্ট ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৭খ্রিঃ হতে, মায়নমার হতে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে আসছে। ২০১৮ এর আগস্টে টিয়ারফান্ড প্রজেক্টে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি এস্পেস (সিএফএস) ও এডোলিসেন্ট ফ্রেন্ডলি এস্পেসে (এএফএস) নিয়মিত সেশন, অভিভাবক সভা, বর্জ্য সংগ্রহকারীদের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ক নির্বাচিত দলীয় আলোচনা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

wUqvidvÛ c‡R± Gi eR¨ msMnKvix‡`i **কর্যক্রম**

1 bs K¨v‡¤ú wmGdG‡mi eR¨ Acmvi‡Y e¨¯Í eR¨ AcmviYKvixiv

কোস্ট ট্রাস্ট-টিয়ারফান্ড প্রজেক্ট এর ব্যবস্থাপনায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাসিক স্বল্প বেতনে সিএফএস/এএফএস কেন্দ্রীক ১২ জন বর্জ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়। এদের প্রত্যেকে এলাকা বরাদ্দ করে দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন যার যার বরাদ্ধকৃত স্থানের আশপাশের ময়লা আর্বজনা পরিষ্কার ও বর্জ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত থাকেন পাশাপাশি সিএফএস/এএফএস এর রক্ষণাবেক্ষন ও নিরাপত্তার কাজও করে থাকেন। তারা দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি-ঘর মেরামতেও সাহায্য করে থাকেন। কোন বড় ধরনের কাজ যেমন মাটি কাটা, সৌর বিদ্যুতের প্যানেল স্থানান্তর ও মেরামত ও বড় ময়লার স্তুপ অপসারনের প্রয়োজন হলে ১২ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীগণ সম্মিলিত ভাবে ঐ কাজগুলো সম্পন্ন করেন।

c‡Z¨K wmGdGm I GGdG‡m Awf fveK mfv I wkï miÿv **কমিটির সভা অনুষ্ঠিত** n‡q‡Q

Awf fveK mfv cwiPvjbv Ki‡Qb mycvi fvBRvi kvn‡bIqvR evey

১২টি সিএফএস ও এএফএসের অধীনে ১২টি অভিভাবক সভা ও ১২টি শিশুসুরক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিএফএস ও এএফএস গুলি পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়ায় এই পর্বের সভাগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিএফএস ও এএফএসের সেসব সমস্যা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। স্ব-স্ব ফ্যাসিলিটেটরগণ উক্ত সভাগুলি পরিচালনা করেন। সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দ্যেশ্যে শিশু কিশোরদের স্ব-স্ব কেন্দ্রে পাঠানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। যেহেতু তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তিত, সভায় অভিভাবকদের পক্ষ হতে কেন্দ্রে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়। ফ্যাসিলিটেটরগণ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু বিষয়ে আশ্বাস দেন।

evj¨weevn †iv‡a d¨vwmwj‡UUi dLiZb ‡bQvi KwZZ

wcq †m›Uv‡i wdi‡Z †c‡i Avb‡›` AvZ¥nviv Bqvmwgb

ইব্রাহিম খলিল নামে এক রোহিঙ্গা নাগরিক I-2, E5 ব্লকের BB জোনে অশ্রয় নিয়েছে। তার ২ টি মেয়ে ৩ টি ছেলে রয়েছে। তার দুই মেয়েই কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত কিশোর-কিশোরী বান্ধব কেন্দ্রের নিয়মিত সদস্য। ইয়াছমিন আরা কেন্দ্রে কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন।কেন্দ্রের সহায়ক ফখরুতুন নেছা ইয়াছমিন আরার খবর নিয়ে জানেন মেয়েটির বিয়ের কথা চলছে তাই সে আর কেন্দ্রে আসছেনা। সংবাদ পেয়ে ফখরুতুন নেছা ঐ মেয়েটির ঘরে যান, এবং মেয়েটির বাবা-মায়ের সাথে দেখা করেন এবং তার মা বাবাকে বাল্যবিবাহের কুফল সর্ম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কম বয়সী মেয়ে বিয়ে দিলে সন্তান প্রসবের সময় সন্তান ও মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি সংক্রান্ত বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তাদের সামনে তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে ফখরুতুন নেছার কথায় তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং ইয়াসমিন আরাকে বিয়ে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইয়াছমিন আরা পুনরায় কেন্দ্রে আসা শুরু করে।সে খুবই আনন্দিত।

¯vbxq Rb‡Mvôx n‡Z DcKvi‡fvMx wbevP‡b KwgDwbwU‡Z Av‡jvPbv

¯vbxq Rb‡Mvôxi mv‡_ GdwRwW cwiPvjbv Ki‡Qb Awbmyÿ nK

রাজাপালং ইউনিয়নের উত্তর শিলেরছড়া গ্রামে উপকারভোগী নির্ধারণের জন্য ৯ই আগস্ট ২০১৮খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করা হয়। কবির আহমেদের বাড়িতে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃক্ষরোপন, জ্বালানী সহায়তা, আয় বর্ধন মূলক কার্যক্রম, শীতকালীন পোষাক বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থিত ব্যাক্তি বর্গের সাথে আলোচনা করা হয়। রোহিঙ্গাদের আগমণে এলাকার সমস্যা এবং এর সমাধোনে করনিয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এলাকার সমস্যা সমাধানে দুই বছর বয়সি ভাল জাতের আমগাছের চারা লাগানো, এল পি গ্যাসের ব্যবস্থা করা, ছাগল পালন এবং পানের বরজ তৈরি বিষয় সমূহের গুরুত্ব স্থানীয়দের মতামত হতে পাওয়া যায়। শীতকালে সুয়েটার বিতরণের বিষয়টি ও তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

শিশু এবং wK‡kvi-wK‡kvix‡`i gvbwmK weKv‡k সিএফএস/ এএফএস

wmGdG‡mi wkï‡`i mv‡_ †Ljvq gË d¨vwmwj‡UUi Zv‡iK BKevj

মায়ানমারের বিভীষিকাময় স্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশে আসা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সুস্থতা ও বিকাশের লক্ষ্যে কোস্ট-টিয়ারফান্ড সিএফএস/ এএফএস কেন্দ্রগুলোতে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশে বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করা হয়। যেমনঃ লুডু, ক্যারাম, ম্যাজিক স্লেট, রশি ঘুরানো, ছবি আঁকা, খেলনার বাড়ি তৈরি করণ এবং স্থানীয় কিছু খেলা-ধুলা; যথা-বউচি, কানামাছি, রেলগাড়ি,পাখি উড়া, চোর-পুলিশ, রস-হস ইত্যাদি। এই খেলা গুলোতে তাদেরকে এক বা একাধিক দলে বিভক্ত করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ছবি আঁকার ব্যবস্থা, ছবি আঁকার মাধ্যমে শিশুগণ তাদের মনের কোমলতা ফুটিয়ে তোলে ছবির মাধ্যমে।খেলা ও বিনোদনের পাশাপাশি জ্ঞান ও দক্ষতার বৃধ্বির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় যেমনঃ বয়ঃসন্ধিকাল, ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, ঘুর্ণিঝড়ের বিপদ সংকেত চেনা ও জানা, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি।

সিএফএস, এএফএস কেন্দ্রিক কর্মকান্ড নিয়ে পিতামাতগণ বলেন পূর্বে তাদের দুশ্চিন্তা ছিল যে, তাদের শিশুরা কী করে, কোথায় যায়,কোন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিনা। পিতামাতা গণ বলেন, এখন তাদের সেসব দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে।

‡Kv÷ Uv‡÷i wPwKrmv mnvqZvq m¯ n‡q Kv‡R wd‡i‡jb LvBij বশর

খাইরুল বশর GLb m¯ Ges ¯vfweK fv‡eB KvR Ki‡Qb

গত ১০/০৭/২০১৮খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের কাজে কর্মরত অবস্থায় মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন টিয়ারফান্ড প্রকল্পের সুপারভাইজার খাইরুল বশর। তাকে তৎক্ষণাত কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা করানো হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য কোস্ট ট্রাস্ট জরুরী ভিত্তিতে তাকে ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। প্রায় একমাস চিকিৎসা শেষে খাইরুল বশর সুস্থ হয়ে সম্প্রতি পুনরায় প্রকল্পের কার্যক্রমে যোগদান করেছেন।

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকমীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন

কোস্ট ট্রাস্ট-টিয়ার ফান্ড প্রজেক্ট, উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার উখিয়া, কক্সবাজার। যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১

www.coastbd.net